“ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শোষকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে শোষিতশ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত জনগণের মুক্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা আসতে পারে না।”

- মোফাখখার চৌধুরী

শহীদ কমরেড মোফাখখার চৌধুরী’র শহীদ দিবস ১৬ ডিসেম্বরকে

কালো দিবস হিসেবে পালন করুন-

কমরেডস্ ও বন্ধুগণ, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ-সামন্ত-আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের ত্রাস, পূর্ববাংলার শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনতার মহান নেতা পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)’র সম্পাদক, মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ ও কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষার বৈজ্ঞানিক মতাদর্শে শর্তাধীন-সুসজ্জিত ও পূর্ববাংলার বিশেষ নির্দিষ্ট বাস্তবতায় এই বিপ্লবী লাইনের ব্যাখ্যাদানকারী-সফল প্রয়োগবিদ অমর শহীদ কমরেড মোফাখখার চৌধুরীর হত্যাকাণ্ড দিবসকে কালো দিবস হিসেবে পালন করুন।

বন্ধুগণ, ২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা সারা দুনিয়াব্যাপী একচেটিয়াভাবে চাপিয়ে দেয়া নজিরবিহীন ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’র এদেশীয় ক্রীড়নক ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের পা-চাটা কুত্তা নয়াউপনিবেশিক এই ভুয়া স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ইজারাদার শাসকশ্রেণীর তৎকালীন ক্ষমতাসীন খালেদা-নিজামী তথা ফ্যাসিস্ট বিএনপি-জামাত সরকারের একবিংশ শতকের রক্ষীবাহিনী র‍্যাব মহান কমরেড মোফাখখার চৌধুরীকে গ্রেপ্তার দেখানো বা বিচারের প্রহসন পর্যন্ত করার সাহস না পেয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় ধরে নিয়ে ক্রসফায়ার নাটক সাজিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে। কারণ আন্তর্জাতিকভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত মার্কসীয় মতবাদের সর্বোচ্চ বিকাশ মাওবাদী বিজ্ঞানের আলোকে সমাজ-রাষ্ট্রিক জীবনের ক্ষেত্রে যাকে তিনি সত্য-ন্যায় ও সুন্দর বলে আত্মীকৃত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাকে তিনি সকল রকম আড়ষ্টতার সীমা ডিঙ্গিয়ে শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে শ্রেণীর মানুষের কাছে সেই সত্য পৌঁছে দেয়া ও তাকে বাস্তবায়নে ছিলেন বিনয়ী-একরোখা, হিমালয়ের মতো দৃঢ়। দেশি-বিদেশি শাসকদের মিথ্যা, অন্যায় ও কুৎসিতের স্বর্গরাজ্যের জন্য সে দৃঢ়তা ছিল মৃত্যু শেলের মতো। যেমন তিনি বলতেন ও প্রমাণ করে দিতেন- “সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালরা আমাদের শেখায় নয়াউপনিবেশিক এই রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রচার করতে। এদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রচার করার অর্থ দাঁড়ায় এদেশের স্বাধীনতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ-সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ, জনগণের কাঁধে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা চার পাহাড়কে জনগণের ঘৃণার আগুন থেকে রক্ষা করা। এই চার পাহাড়কে রক্ষা করার জন্য যারা আমাদের দেশকে স্বাধীন দেশ বলে স্বীকার করছে ও প্রচার করছে তারা এদেশের শত্রু জনগণের শত্রু-সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও সামন্তবাদের রক্ষক।” তিনি আরও দেখিয়েছেন “ব্যবস্থা পরিবর্তন না করে ব্যক্তি বদলের মধ্যদিয়ে জনগণের মুক্তি নেই। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শোষকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে শোষিত শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত জনগণের মুক্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা আসতে পারে না। শোষিতশ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা বলতে বোঝায় শ্রমিক ও দরিদ্র ভূমিহীন কৃষককে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা।”কমরেড মোফাখখার চৌধুরীর দুনিয়া বদলানোর সে কর্মযজ্ঞের অপরিহার্যতা ও তীব্রতা আজও এতটুকু ম্লান হয়নি, যেমন ম্লান হয়নি কমরেড বাদল দত্ত, কমঃ মনিরুজ্জামান তারা, কমঃ কাশেম, কমঃ আব্দুর রশীদ তাপুসহ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের হাজার হাজার বিপ্লবীদের শহিদি আত্মদান। আমরা আজ স্বচ্ছতরভাবে জানি যত বিচ্ছিন্ন আর প্রান্তিকই মনে হোক না কেন শহীদদের হত্যার প্রতিটি বদলার, এমনকি অসফল উদ্যোগের মধ্যদিয়েও এগিয়ে চলেছে- বাস্তবায়িত হচ্ছে অমর শহীদ কমরেডদের সেই দুনিয়া বদলানোর মহৎ ও ব্যাপক বিস্তৃত কর্মযজ্ঞের।

বন্ধুগণ, নয়াউপনিবেশ হলো উপনিবেশের জঘন্যতম রূপ। উপনিবেশে বিদেশি লুটেরা’রা সরাসরি সমাজের উপর জোরপূর্বক কর্তৃত্ব কায়েমের মধ্যদিয়ে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে একমাত্র ও শুধুমাত্র জনগণকে লুণ্ঠন করতে জনগণের শ্রমশক্তি-সৃজনশীলতা ও সম্পদকে নির্বিশেষে আত্মসাৎ করতে এবং এর যেকোনো ধরনের বিরোধিতাকে নির্মূল করতে। নয়াউপনিবেশে শুধু প্রত্যক্ষ শাসনের জায়গায় এদেশীয় তাদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আমলাদের দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে উপনিবেশের অন্য সকল উপাদানকে আরও কুৎসিতভাবে প্রয়োগ করে। আর অতিরিক্ত যা যোগ হয় তাহলো সীমাহীন প্রতারণা ও মিথ্যাচার। এর ভরকেন্দ্র হয় সমাজের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদ; যা একটা সমাজের সকল রকম বিকাশের-আত্মোন্নোতির সবচেয়ে বড় বাধা। এই জন্যই নয়াউপনিবেশকে উপনিবেশের জঘন্যতম রূপ বলেছেন চেয়ারম্যান মাও। আমাদের দেশটা একটা নয়াউপনিবেশিক দেশ। নয়াউপনিবেশিক ব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ট জনগণের ক্ষোভ থেকে তার নয়াউপনিবেশকে বাঁচাতে সাম্রাজ্যবাদ তথাকথিত বিপ্লব, স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, অভ্যুত্থান, ক্যু, সংস্কার, নির্বাচনের মাধ্যমে তার দালালশ্রেণী অর্থাৎ সামন্ত (জোতদার-মহাজন)-আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিনিধিদের চেহারা বদল করে ক্ষমতায় বসায়। সম্প্রতি আপনারা জানেন মার্কিনের আশীর্বাদ ও মদতপুষ্ট হয়ে ক্ষমতায় থাকা শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি খুনি হাসিনা ক্ষমতা হারিয়েছে মার্কিনের আশীর্বাদ হারিয়ে। এর পূর্বেও শোষকশ্রেণীর যত প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়েছেন বা পুনর্বহাল হয়েছেন বা তথাকথিত নতুনের আগমন ঘটেছে তারও কারণ ঐ এক ও অভিন্ন, মার্কিনের আশীর্বাদ। কারণ এটা প্রধানত মার্কিনের নয়াউপনিবেশ। মার্কিনের এই আশীর্বাদ বা অভিশাপের প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন তার নয়াউপনিবেশ গণঅসন্তোষে বেহাৎ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মার্কিনও জানে জনগণ বিপ্লব চান, তাই তাকে বিপুল ব্যয়ে গবেষণা-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জনতুষ্টিবাদী আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয় জনসাধারণকে বিপথগামী করতে। এবং এভাবে আরও একবার জনগণের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তি সৃষ্টি করে, তাদের হতাশ্বাস করে ভাগ্যবাদের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে সে তার লুটের স্বর্গরাজ্য অটুট রাখতে চায়। লাতিন আমেরিকা বা আফ্রিকার প্রসঙ্গ যদি নাও টানি, তিউনিশিয়া-মিশর-লিবিয়া তথা ‘আরব বসন্ত’ থেকে সাম্প্রতিক শ্রীলংকা পর্যন্ত এই ঘটনাই বিশ্ববাসী আকছার প্রত্যক্ষ করেছেন। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত বা মিয়ানমারে মাওবাদীদের ও জাতিগত গণহত্যার ক্ষেত্রেও একই উদ্দেশ্য ও স্বার্থই ক্রিয়াশীল। আর তাহলো আন্তর্জাতিক মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্রের আত্মরক্ষার স্বার্থ, যা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় দুনিয়াকে ভাগবাটোয়ারার আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী গণবিশ্ব বিধ্বংসী দ্বন্দ্বে। আমাদের দেশেও জনগণকে হতাশ করে তাদেরকে ভাগ্যবাদে অধঃপতিত করার হীন উদ্দেশ্যেই, অর্থাৎ ছাত্রদের আহ্বানে সংঘটিত স্বতঃস্ফূর্ত নাগরিক অভ্যুত্থানে নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলা এই নয়াউপনিবেশিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার আজ্ঞাবহ সেনাবাহিনী মারফত খুনি নরখাদক হাসিনাকে নিরাপদে ভারতে পাঠিয়ে খাস দালাল ইউনুসকে ক্ষমতায় বসায়, যেন এই লড়াইয়ে ছাত্র যুবারা শ্রমিক কৃষকের সাথে একাত্ম হয়ে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্রসংগ্রামে না জড়িয়ে পড়ে, শ্রমিকশ্রেণী যেন কৃষকদের সংগঠিত করে কৃষি বিপ্লব অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে আসন্ন নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে না ধাবিত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত শক্তির দুর্বলতা হেতু শ্রমিক-কৃষক জনতার মধ্যে শ্রেণী সচেতনতার অভাব থাকায় সাম্রাজ্যবাদ তার পোষা সেনাবাহিনী, সহিংস আন্দোলনের দায় অস্বীকার করা শাসকশ্রেণীর চেতনায় আপাদমস্তক আচ্ছাদিত সুবিধাবাদী ছাত্র সমন্বয়কদের শিখণ্ডী হিসেবে সামনে তুলে ধরে দালাল ইউনুসীয় সুশীলদের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে সংগ্রামের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে যাবার সম্ভাবনাকে ছিনিয়ে নেয়। আজ যে রাষ্ট্রীয় শ্বেতসন্ত্রাস সহস্রাধিক আবাল বৃদ্ধ নর-নারীর প্রাণপ্রদীপ নিভিয়ে দিল, সেই একই রাষ্ট্রীয় শ্বেতসন্ত্রাস বৃটিশ আমল থেকে আজ অবধি লক্ষ লক্ষ নর-নারীর শিশু-বৃদ্ধের ন্যায্য দাবীকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে মেরেছে। শহীদ কমরেড মোফাখখার চৌধুরীসহ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সকল শহীদের আত্মদান সেই সূত্রেই এক ও অভিন্ন। তাই শুধুমাত্র কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দল নয় আমাদের জনগণের অভিন্ন শত্রু হলো দেশি বিদেশি শাসক-শোষকশ্রেণী এবং বিদ্যমান শ্রেণীশত্রুদের সমাজ-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা। সমাজ বদলের বিজ্ঞান মাওবাদ আমাদের শিক্ষা দেয় শহীদদের হত্যার প্রকৃত বদলা নেয়া যায় কৃষি বিপ্লবের লক্ষ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের জোটের উপর আধারিত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-উপনিবেশিক সামাজিক ব্যবস্থা ও তার নয়াউপনিবেশিক রাষ্ট্রকে জনযুদ্ধের আগুনে পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করে। পূর্ববাংলার নির্দিষ্ট অবস্থায় মহান শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদার নির্দেশিত শ্রেণীশত্রু খতম-গেরিলাযুদ্ধ-জনযুদ্ধের পথই একমাত্র পথ। এছাড়া অন্যকোন আস্ফালন বা পথ অবলম্বন মানেই শত্রুশ্রেণীর ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া। অনেক নতুন ও ইতিবাচক উপাদান থাকা সত্ত্বেও নেতৃত্ব ও লক্ষ্যহীন তথাকথিত বিবেকবাদী স্বতঃস্ফূর্ততা ও অভ্যুত্থান পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহই দেশি-বিদেশি শাসক-শোষকদের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সংগ্রামী বন্ধুগণ, বর্তমান সেনা-সুশীল সরকার বা নির্বাচনের মধ্যদিয়ে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে যারাই ক্ষমতায় থাকুক বা আসুক, এই নয়াউপনিবেশিক রাষ্ট্রে তারা কেউই আমাদের প্রধান সমস্যা গ্রামে অকৃষক মালিকানার সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে “যে চাষ করে জমি তার” এই গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করতে পারবে না। জোতদারি-মহাজনি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করতে পারবেনা। কৃষকশ্রেণীর উপর যে ঋণের বোঝা চাপানো রয়েছে তা নাকচ করতে পারবে না। উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারণে কৃষকের অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে না। কৃষির বিকাশের জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত এবং দেশকে শিল্পায়ত্বকরণের সমস্যাবলীকে সমাধা করতে পারবে না। বিদেশিদের পরিচালনায় এবং বিদেশি পুঁজির ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থা এবং অসম অর্থনৈতিক চুক্তির বিনিময়ে ঋণ দেয়ার নামে এদেশ থেকে যে শ্রমশক্তি, অর্থ, সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। জনগণের মাথার উপর যে বিপুল ঋণের বোঝা চাপানো হয়েছে তা থেকে মুক্তি দিতে সাম্রাজ্যবাদী ঋণ নাকচ করতে পারবে না । সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষায় সস্তা শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিকদের শ্রমশক্তি লুঠ করা বন্ধ করতে আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের সকল প্রতিষ্ঠানগুলো বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। পারবে না শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ, সাধ্যমত শ্রম-শ্রম অনুযায়ী মজুরি অর্থাৎ ন্যায্য মজুরি, বেকার ভাতা ও সামাজিক বীমা এবং সমকাজে সমমজুরির ভিত্তিতে সমস্ত মজুরি বৈষম্য দূর করতে। পারবে না জনসাধারণের বাসস্থান সমস্যা সমাধান করতে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের মর্যাদাসম্পন্ন নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে। পারবে না সাম্রাজ্যবাদের গোলাম বানানোর এই শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিলোপ করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষাব্যবসায়ী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মুক্ত করে বিনামূল্যে শ্রমিক কৃষক মেহনতির স্বার্থরক্ষাকারী শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান চালু করতে। শ্রমিক কৃষকের চিকিৎসা নিয়ে বানিজ্য করা দালালেরা কখনই পারবে না সর্বস্তরে বিনামূল্যে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে। কারণ এরা সবাই সামন্তবাদ (জোতদার-মহাজন)-আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদ পূর্ববাংলায় আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে যেন গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না হয় তার জন্য। কারণ গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ এমন বিপরীতধর্মী দুটি ব্যবস্থা যা কোন অবস্থাতেই সহাবস্থান করতে পারেনা। গণতন্ত্র মানেই হলো সামন্তবাদের উচ্ছেদ। আজকের দিনে তা একইসাথে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদেরও উচ্ছেদ। সুতরাং যারা সত্যিকারের বিপ্লব চান তাদের কাজ হবে মাওবাদ ও কমরেড চারুমজুমদারের শিক্ষার ভিত্তিতে মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সূচনা বিন্দু হিসেবে আত্মস্থ করে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে গ্রামে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের গেরিলা স্কোয়াড গঠন করে শ্রেণীশত্রু খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধের সুচনা করা। গ্রাম থেকে জোতদার-মহাজনদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করে বিপ্লবী কৃষক কমিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কৃষক কমিটি মারফত অকৃষক মালিকানা

উচ্ছেদ করে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করা। মজুতদারের গোলা ভেঙ্গে তা কৃষকদের মাঝে বণ্টন করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক মহাজনি সমস্ত ঋণ ও কারবারকে বাতিল করা। সকল রকম ইজারাদারি ও মহাজনি প্রথা বাতিল করা। কৃষকের উৎপাদিত ফসল কত টাকায় বাজারে বিক্রি হবে বিপ্লবী কৃষক কমিটির কর্তৃত্বে তা নির্ধারণ করা। কৃষক কমিটির নেতৃত্বে স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ গণআদালতগুলো গঠন করার মধ্যদিয়ে জনসাধারণের অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলিকে মীমাংসা করা, শ্রেণীশত্রুদের অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী তার শাস্তি নিশ্চিত করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলা স্কোয়াডের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা গণমুক্তি বাহিনী ও গণমিলিশিয়ার কাজ হবে কৃষক কমিটির সকল কাজে নিরাপত্তা বিধান ও সহায়তা করা, এই বিপ্লবী কৃষক কমিটি পরিচালিত যে নতুন স্বাধীন এলাকা বা মুক্তাঞ্চল বা ঘাঁটি এলাকা তথা নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সূচনা-ভ্রূণ বা প্রাথমিক রূপ তাকে প্রধানত উচ্ছেদিত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং এরকম প্রত্যেকটি ঘাঁটি এলাকাকে গুণগতভাবে প্রসারিত করা।

সংগ্রামী বন্ধুগণ, এই নয়াউপনিবেশিক ব্যবস্থায় যেই থাকুক ক্ষমতায় তাকেই সাম্রাজ্যবাদীদের মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের স্বার্থরক্ষা করতে হবে। সম্প্রতি ইউনুসের সাথে সাক্ষাতে মার্কিন রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থিংকট্যাংক ও ইনফ্লুয়েন্সার ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) এর আঞ্চলিক প্রধান স্টিভ চিমা বলেন "আওয়ামী লীগের অধীন আসল উদ্বেগ ছিল দেশের সত্যিকারের গতিপথ নিয়ে (অর্থাৎ চীনের দিকে ঝুঁকে পড়া নিয়ে)। এখানে সংস্কার সফল হতে দেখাই মার্কিন স্বার্থ (অর্থাৎ এখানে সংস্কারের নামে যা ঘটছে ও যাদের নেতৃত্বে ঘটছে তা মার্কিন নয়াউপনিবেশিক স্বার্থকে সমুন্নত রাখছে ও রাখবে)।" আপনারা জানেন আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার দ্বারপ্রান্তে আজ বিশ্ব। দক্ষিণ এশিয়ার তদারকির দায়িত্বে থাকা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে অনেকগুলো সামরিক-বেসামরিক চুক্তি, জোট, অর্থলগ্নী, অত্যাধুনিক অস্ত্র দেবার পরও তাকে দিয়ে চীনে আক্রমণ করাতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাশিয়ার কাছ থেকে কম মূল্যে তেল আমদানি করায় আমেরিকার আস্থার সংকট দেখা দেয়। যার কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেই সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে তৎপর মার্কিন প্রশাসন। ইউনুসের দ্বারা মার্কিন এজেন্ডা অর্থাৎ হাসিনার সাথে যে চুক্তিগুলো নিয়ে দরকষাকষি চলছিল কিংবা অন্যান্য সামরিক ও ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে নির্বাচন কিংবা যেকোনো উপায়ে সে-ই ক্ষমতায় আসবে যে এই মার্কিন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে। বর্তমানে আমাদের দেশের নির্বাচন হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের কে কত বড় দালাল তার দৌড় প্রতিযোগিতা। বিএনপি-জামাত-আওয়ামীলীগ-জাতীয় পার্টি-সিপিবি-বাসদ কিংবা অন্য যে কোন রাজনৈতিক দল বা জোট নির্বাচনে জিততে পারে, জেতার পর যদি সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়ন না করে তবে তাদেরকে সরিয়ে দিবে। "এটাই যথেষ্ট যে, জনগণ জানেন একটা নির্বাচন হয়েছে। যারা ভোট দেন তারা কোনকিছুই নির্ধারণ করেন না। যারা ভোট গণনা করেন তারাই সবকিছুর নির্ধারক।" পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত কমরেড স্তালিনের এই উক্তির ব্যত্যয় খুব কমই ঘটেছে, যেখানেই ঘটেছে, তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

কমরেডস্, নয়াউপনিবেশিক রাষ্ট্রে ক্ষমতায় থাকা সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালাল শাসকশ্রেণীর গণবিরোধী চরিত্র ও ষড়যন্ত্র জনগণের সামনে ফাঁস করে দিতে হবে। ফাঁস করে দিতে হবে সাম্প্রতিক সময়ে বহুল উচ্চারিত ও ব্যবহৃত ফ্যাসিবাদ বা ফ্যাসিস্ট শব্দটি শুধুমাত্র কোন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিতান্তই আউড়ে যাওয়া বা তকমা লাগানোর মতো সরল ব্যাপারতো নয়ই, বরং প্রকটভাবে নগ্ন হয়ে পড়া সমাজের শ্রেণী বিভক্তির প্রকৃত সমস্যাকে গোপন রেখে তথাকথিত "জাতীয়"এই ছাপের অন্তরালে বুর্জোয়াদের একশ্রেণী একনায়কত্ব চালানোর নীতির সাথেই এই ফ্যাসিবাদ ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণী অবস্থিতির সমস্যাকে গোপন করার সাথে এ সমস্যা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ রকম গোপনীয়তা বিপ্লবী জনগণের কোন কাজে আসে না, তাই ব্যাপারটা তাদের কাছে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে দেয়া উচিত। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে কথা বলতে গেলে তাই রাষ্ট্রের প্রশ্ন বাদ দিয়ে কোন কথাই হতে পারে না। মহামতি মার্কস বলেছেন "রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী শোষণের যন্ত্র, একশ্রেণী কর্তৃক অন্যশ্রেণীকে দমন করার যন্ত্র;(তথাকথিত)'শৃংখলা' থেকে এটা উদ্ভূত, যা শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার সংঘর্ষকে কমিয়ে এই "দমন"কে আইনসম্মত (বৈধ) ও স্থায়ী করে তোলে।.....রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে একটি সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ"। অর্থাৎ শধু রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটুকু হৃদয়ঙ্গম করলেই এ ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে- সরকারের আজ যে আচরণ ও কর্মকাণ্ডগুলোকে ফ্যাসিবাদ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু আজ ফ্যাসিবাদ বলতে রাষ্ট্রকে আড়াল করে বা পাশে সরিয়ে রেখে যে ধরণের আক্রমণাত্মক ও নিরঙ্কুশবাদীতার সরকার ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা হয়, তার সূত্রপাত আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভবের সাথে সাথে শুরু হলেও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি রূপে তার আত্মপ্রকাশ হয় ইটালির মুসোলিনির ফ্যাসিবাদী পার্টির সরকার গঠনের মধ্যদিয়ে (১৯২২-১৯৪৫)। হিটলার যার চরমরূপ বিশ্ববাসীকে দেখতে বাধ্য করেছিলেন (১৯৩৩-১৯৪৫)। আর আজ সেই পুরোনো ফ্যাসিবাদী শাসনকে বহুগুণে গভীর ও বিস্তৃত করে এগিয়ে নিয়ে চলেছে নাটের গুরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়াসহ প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী ও নয়াউপনিবেশিক রাষ্ট্রই। তাহলে পাছার কাপড় মাথায় তুলে পালানো হাসিনা সরকারের বেলায় শুধু এটা বলা হচ্ছে কেন? এদেশের বাঘা বাঘা বুদ্ধিকারবারিরা, অন্তর্বর্তীকালীন সেনা-সুশীলরা, প্রধান প্রধান সংবাদমাধ্যমওয়ালারা, ফেসবুক-ইউটিউবাররা এবং সবচেয়ে হাস্যকর বিভিন্ন ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় উগ্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা পর্যন্ত ফ্যাসিবাদ ফ্যাসিবাদ বলে মুখে যে গ্যাজলা তুলে ফেলছে, এর মাজেজা অর্থাৎ অন্তর্বস্তুটা আসলে কি? সহজ কথায় এর অন্তর্বস্তু হচ্ছে শোষক-শাসকশ্রেণীর বল্গাহীন অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়ন, অবজ্ঞা-অপমান, বেইজ্জতি আর গণহত্যায় দেয়ালে পিঠ ঠেকা শাসকদের "ভাগ কর শাসন কর" কৌশলের ষড়যন্ত্রমূলক দুঃশাসনে বহুধাভাগে বিভক্ত জনসাধারণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের ঐক্যবদ্ধ আত্মপ্রকাশ(অভ্যুত্থান)কে আবারও অনৈক্যের অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে পুরোনো বোতলে নতুন লেবেল এঁটে, "নন্দঘোষ"কে বলির পাঁঠা বানিয়ে, মূলত দেশি-বিদেশি শ্রেণীশাসনকে আড়াল করতেই, এই রাষ্ট্রের নয়াউপনিবেশিক চরিত্রকে গুলিয়ে দিতেই এবং সর্বোপরি কৃষি বিপ্লবই যে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি তাকে মাটি চাপা দিতেই তথাকথিত ফ্যাসিবাদবিরোধী ধুয়োর আড়ালে ভুয়া বিপ্লব ও স্বাধীনতার একটি প্রতিবিপ্লবী জোয়ার সৃষ্টি করা।

বন্ধুগণ, পূর্ববাংলা বাংলাদেশ নামে তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ করেছে ৫৩ বছরের উপর। আমাদের পার্টি পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) খুবই সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে কুখ্যাত মুজিব থেকে শুরু করে মোস্তাক, সায়েম, জিয়া, সাত্তার, এরশাদ, শাহাবুদ্দিন, হাবিবুর, লতিফুর, ইয়াজউদ্দিন, ফখরুদ্দিন, খালেদা, ও হাসিনাসহ সবাইকেই চরম গণবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালাল, নরখাদক-ফ্যাসিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ৫ আগস্ট ২০২৪ এর পুঞ্জীভূত গণঅসন্তোষের বিস্ফোরণের পর দেশি-বিদেশি শাসক-শোষকদের আত্মরক্ষার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এই উদ্ভট তথাকথিত অন্তর্বর্তীকালীন উপদেষ্টা সরকার ও সরকার প্রধান কর্পোরেট সুদখোর ইউনুসকেও আমরা উপরে উল্লেখিতদের চেয়েও খারাপ বৈ ভালো মনে করিনা। ইউনুস অবশ্যই ফ্যাসিস্ট। শুধু এ কারণে নয় যে সে তার প্রতিবিপ্লবী মহাজনি কারবারকে জাতি ও জনগণের সম্পূর্ণ বিরোধী এই নয়াউপনিবেশিক রাষ্ট্রের সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, বা আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মার্কিনের নয়াউপনিবেশিক নীতিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে তথাকথিত ক্ষুদ্র ঋণের নামে বা সাম্প্রতিক তার ভুয়া সামাজিক ব্যবসার নামে প্রাতিষ্ঠানিক মহাজনি কারবারের মধ্যদিয়ে জনসাধারণের অভ্যন্তরীণ ঐক্যে কুঠারাঘাত করেছে। বরং এ কারণেও যে সে বিশ্বের পয়লা নম্বর ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে দেশে দেশে মার্কিনি গণহত্যা ও লুঠতরাজের অংশীদার হতে পেরে নোবেল পুরস্কারসহ কংগ্রেসিয়াল ও প্রেসিডেন্সিয়াল মার্কিনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক লাভ করে মহাগর্বে দুনিয়ার সকল অন্যায় অবিচার গণহত্যা ও রক্তাক্ত জনপদকে তথাকথিত নিরীহ ভালো মানুষটির মুখোশের আড়ালে গোপন করে এই মুহূর্ত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার জনতার সাথে প্রতারণা করে চলেছে। বস্তুত সে হচ্ছে দুনিয়ার সবথেকে নিকৃষ্ট ও জঘন্য শাসক-শোষক কর্পোরেটদের পেয়ারে আঞ্জুমান। এরকম সুচিহ্নিত সাম্রাজ্যবাদের দালাল রক্তচোষা সুদখোর এবং সকল বিষয়ে গা বাঁচানোওয়ালা চরম সুবিধাবাদী বদমায়েশ একটা ভণ্ড লোক যখন জনগণকে গণতন্ত্রের ধন্বন্তরি বটিকা খাওয়াতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন যে হাতে ভাতে মরা জনগণের উপর আরেকদফা খাড়ার ঘা পড়বে তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিপ্লবী বন্ধুগণ, সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী শ্রেণীশাসন-শোষণকে আড়াল করা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, পার্লামেন্টারি প্রজাতন্ত্র কিংবা অন্য কোন উপায়ে এই নয়াউপনিবেশিক রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা নয়, শ্রমিক-কৃষক-দলিত-আদিবাসী-নারী-পেশাজীবী-ছাত্র-যুবাদের স্বার্থরক্ষা করতে হলে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে এই নয়াউপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চূর্ণ করে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতির রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। আঁকড়ে ধরতে হবে কমরেড মোফাখখার চৌধুরীর দেখানো রক্ত চিহ্নিত পথ। তার ভাষ্যে "জনগণের মুক্তি গণতন্ত্র স্বাধীনতার পথ হলো: এই ব্যবস্থায় যেকোন সরকারের অধীনে যেকোন ধরনের নির্বাচনে ভোট বর্জনের পথ- সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে শোষকশ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্রকে অর্থাৎ বর্তমান পুলিশ-মিলিটারি-আদালত-আমলা নামক যন্ত্রটিকে চুরমার করে শোষিতশ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার পথ। এই লক্ষ্যে বর্তমানে করণীয় কাজ হলো জোতদার মহাজনদের কর্তৃত্ব ধ্বংস করে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য শ্রেণীশত্রু খতমের মধ্যদিয়ে সূচনা করতে হবে গেরিলা যুদ্ধের। শ্রেণীশত্রু খতম অভিযানকে সম্প্রসারিত করতে হবে পুলিশ-মিলিটারির উপর আক্রমণে। শহরকে দখল করার জন্য নয়- শত্রুর দুর্বলতম স্থান গ্রামকে মুক্ত করার জন্য শত্রুকে শহরে ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য গ্রামের পাশাপাশি শহরে শুরু করতে হবে পর্যাপ্ত গেরিলা তৎপরতা। এ পথই এদেশের মুক্তির একমাত্র পথ। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনের পথ। অন্য সমস্ত পথ ভাওতাবাজির পথ। শোষকদের শ্রেণীস্বার্থ টিকিয়ে রাখার পথ। জনগণের অনাহার ও মৃত্যুর পথ। শোষকদের ইজ্জত-অধিকার ও মর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে ইজ্জতহীন-অধিকারহীন ও মর্যাদাহীন এক অসহনীয় জীবন অতিবাহিত করে জনগণের তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ। এ পথ থেকে বাঁচার জন্য জনগণকে আজ রুখে দাঁড়াতে হবে। জয় একদিন আমাদের হাতের নাগালে আসবেই।"

মৃত্যুঞ্জয়ী কমরেড মোফাখখার চৌধুরী লাল সালাম-
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ-
মহান শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদারের নির্দেশনানুসারে চলুন-
সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র মুক্তির পথ-
পূর্ববাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ছিনিয়ে আনুন।

তারিখ: ০১-১২-২৪ইং

পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)
কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত